অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)

প্রস্তাবিত গবেষণার সারাংশ

গবেষক : শর্মিষ্ঠা বর্মন

রেজিস্ট্রেশন নং- A00BE1200315, রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ২৮.০৭. ২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক: ড. পায়েল বসু

সহ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)

গবেষণার সময়কাল ১৯০৫ থেকে ১৯৭১। বৃটিশের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ। এই সময়ের অভিঘাত বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় কিভাবে ধরা দিয়েছে তা খুঁজতে চাওয়া হয়েছে। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন থেকে যে নারী ঘর থেকে বেরুতে শুরু করলেন সেই নারীর কাছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ঘর ও বাহির সমান হয়ে গেল। পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে নারী সচেতন ভাবে লড়াই করেছে। আর যারা সচেতনও ছিলো না, অন্তঃপুরেই বন্দী ছিলো, তারাও ঘাতক বাহিনীর অত্যাচারে বাধ্য হয়েছে— নদী, মাঠ, ঘাট, রাস্তায় ঠাঁই নিতে। 'বীরাঙ্গনা'রা জাতির সামনে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। নারীর এই যাত্রা পথ ধরতে চাওয়া হয়েছে এই গবেষণায়। এই যাত্রাপথে রাজনৈতিক উত্থান পতনের সাথে নানান সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে সে। এই কর্মকাণ্ড দীর্ঘ দিনের পুরুষতন্ত্রের নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে। এই কর্মকাণ্ড নারীর নিজস্ব সংস্কার ভাঙার তাগিদে। এই কর্মপ্রচেষ্টায় সমাজের এবং নারীর নিজস্ব জগতের পরিবর্তন হয়েছে ক্রমশ। তাই দেখতে পাই বিশ শতকের প্রথমার্ধে এদের রচনায় যে বিষয়গুলো প্রধানত স্থান পেয়েছে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম শতকে অবরোধ প্রথা, বহু বিবাহ, তালাক প্রথার কুফল, নারী শিক্ষা, নারীর ভোটাধিকার, নারীর মর্যাদা, বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা এগুলি স্থান পেয়েছে তাদের রচনায়। স্থান পেয়েছে বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের নানা ঘটনাক্রম। দ্বিতীয় অর্ধে মুসলিম নারীর রচনায় দেশ ভাগের অভিঘাত, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, মৌলবাদ, মুক্তিযুদ্ধের নানান দিক ধরা পড়েছে। এই যাত্রাপথে প্রথম মাইল স্টোনের মতন দাঁড়িয়ে আছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। ঘটনাক্রমে তাঁর *মতিচূর* প্রথম খণ্ড ও *SULTANA'S DREAM* প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। তিনি আজীবন সংগ্রাম করে যে ভিত

গেঁথে দিয়েছেন তাঁর উপরে দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম নারীর মুক্তিপথ। শুধু মুসলিম নারী নয়, আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলনে তিনি এক উজ্জ্বল আলোকশিখা। তাঁর সমসাময়িক নারীদের কাছে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা। তিনি যাঁদের নিজের হাতে গড়েছিলেন তাঁরা আজীবন তাঁকেই পাথেয় করে এগিয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক আন্দোলনেও। আজকে নারীমুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি অনেকাংশেই রোকেয়ার দেখানো পথে। অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে রোকেয়ার স্থান তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটা যুগের প্রতীক। তাঁর আগে এমন কয়েকজন বাঙালি মুসলমান নারী বাংলাদেশে জন্মেছিলেন যাঁরা নারীদের প্রতি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় আচরণগুলির প্রতিকারে সামিল হয়েছেন; কলম ধরেছেন। শুধু মুসলমান নারী নয় তাঁর আগে সমাজ পরিবেশের মোড় এমন দিকে যাচ্ছিল যে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা অন্ধকার অবরোধের দ্বার ঠেলে আলোর সন্ধান করছেন, শিক্ষিত হওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। উনিশ শতকের শুরু থেকে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার দৈবী প্রভাব সরিয়ে 'মানুষ' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে পর্ব বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন রামমোহন(১৭৭২-১৮৩৩) বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১)। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে যুক্তি ভিত্তিক 'মানুষ' করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের হাত ধরেই নারীকে 'মানুষ' হিসাবে গণ্য করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এদেশে। যদিও মুসলমান সমাজে আধুনিক চিন্তার আলোকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগিতা শুরু হয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে। নারীমুক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা আসে আরও পরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে চিন্তা আসেই। বাঙালি মুসলমানের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অংশই নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ভাবনা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। নারীরাও এক অদম্য প্রয়াসে পুরনো জ্বরাগ্রস্ত চিন্তার বিরুদ্ধে নিজের মননকে প্রস্তুত করেছে। এগিয়ে গেছে আধুনিক চিন্তার অভিমুখে। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে নারীর অবস্থান তার চিন্তা যা ছিল দ্বিতীয় অর্ধে তার কিছু পরিবর্তন হল। বিশ শতকে নারীর নিজস্ব মুক্তির ইতিহাসে অন্য এক দিগন্ত উন্মোচিত হল যার সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকেই। আবহমান কালের ইতিহাসে নারীর এ এক ভিন্ন অবস্থান। এই সবটা মিলিয়ে অধ্যায় বিভাজনের দিকটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন যুগে নারীর অবস্থান সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা কেমন ছিল তার নির্যাসটা ধরতে চাওয়া হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে নারীর অবস্থানের একটি রূপরেখা

আমরা দেখতে চেয়েছি। বৈদিক যুগের সাথে সাথে দ্রাবিড় অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠী অধ্যুষিত বাংলায় নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা আমরা দেখতে চেয়েছি। এরপর ক্রমাগত এক এক জনগোষ্ঠী বাংলায় আসছে। আর্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা, মুসলিম রাজাদের আগমণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, সহজিয়া-আউল-বাউল সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বাংলার নারীদের অবস্থা কি ছিল তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধরতে চাওয়া হয়েছে। তারপর অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সারা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বনিকী ব্যবস্থার সাথে নিয়ে এসেছে ইয়োরোপের নবজাগরণের বলিষ্ঠ চিন্তা। এই চিন্তার প্রভাবে ভারতবর্ষেও আধুনিক চিন্তার বিকাশ হয়। যার অভিঘাতে বাংলাদেশের উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্যিত হয়েছে। তার একটা ঘটনাক্রম ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনাপ্রবাহে বাঙালি নারীও সাড়া দিয়েছে। তার সাথে তার নিজের মুক্তির প্রচেষ্টায় আগুয়াণ হয়েছে। বাঙালি মুসলিম নারীরাও দীর্ঘদিনের আগল ঠেলে বেরিয়ে এসেছেন। নিজেদের মুক্তির দাবি নিয়ে সামনে এসেছেন। রোকেয়া যদি নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাত সূর্য হন তাহলে তাঁরা ঊষার আলোক। রোকেয়া পূর্ববর্তী এই বাঙালি মুসলিম নারীদের সমাজ তথা নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁদের সেদিনের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রোকেয়া রচনাকে ভিত্তি করে তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক এবং নারীমুক্তির চিন্তাকে ধরতে চাওয়া হয়েছে। যদিও তাঁর চিন্তার যে ব্যাপ্তি তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি অনেক ক্ষেত্রেই। এমনকি তাঁর সব রচনাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। সেক্ষেত্রে কিছু রচনা নির্বাচন করতে হয়েছে।

রোকেয়ার সময়ে যাঁরা লেখালিখি করেছেন, তাঁর সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন— তাঁদের রচনা নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়। যদিও খায়েরুন্নেসা(১৮৭৪/৭৬- ১৯১০) রোকেয়ার আগেই জন্মেছেন। কিন্তু তাঁর লেখালিখি রোকেয়ার সময়কালেই। আবার মাসুদা রহমান(১৮৮৫- ১৯২৬), মামলুকুল ফতেমা খানম(১৮৯৪- ১৯৫৭), বিদ্যাবিনোদিনী নুরুন্নেসা খাতুন(১৮৯৪-১৯৫৭), এঁরা সবাই রোকেয়ার পরে জন্মেছেন কিন্তু লেখালিখি করেছেন তাঁরই সময়ে। মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেসার জন্ম মৃত্যু সাল জানা যায় নি। তবে তিনিও লিখছেন একই সময়ে। এবং এঁদের রচনা প্রায় ১৯৪০ সালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাসুদা রহমান মারা

গেছেন। ফতেমা খানম অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর লেখালিখি প্রায় বন্ধ এবং নুরুন্নেসা লেখালিখির জগৎ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন।(১৯২৯ সালে নুরুন্নেসার শেষ লেখা 'নিয়তি' গল্পটি প্রকাশিত হয়, *জানানা মহ্‌ফিল,* পৃ- ৯২, ফতেমা খানমের শেষ লেখা 'তরুণের দায়িত্ব' *শিখা* পত্রিকায় ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর আর কোনও লেখা পাওয়া যায় না)। তাই উনিশ শতকে যাঁদের জন্ম এবং বিশ শতকের প্রথম অর্ধে যাঁরা গদ্য রচনা করছেন তাঁদের রচনা নিয়ে এই অধ্যায়। এই পর্বের রচনায় নারী শিক্ষা, পর্দা, অবরোধ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয় ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয় বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মত সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁরা যা ভেবেছেন তা আমরা ধরতে চেয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁদের রচনা নিয়ে আলোচিত হয়েছে যাঁরা রোকেয়ার ঠিক পরবর্তী সময়ের প্রতিনিধি। এই সময় রোকেয়া সহ আরও অনেকের মিলিত প্রচেষ্টায় একটু একটু করে বাঙালি মুসলিম সমাজ মেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করছে। এবং যে সব মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে চেয়ে পরিবারের চাপে সমাজের চাপে এগুতে পারছেন না তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মত সামাজিক মননও তৈরি হয়েছে। এই পর্বের রচনায় নারীর নিজস্ব দাবি- শিক্ষা, ভোটাধিকার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সহ বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে এসেছে। উঠে এসেছে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লববাদ, গান্ধীবাদ, শ্রমিক বিপ্লব, ফ্যাসিবাদ, কমিউনিস্ট আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়। ফজিলতুন্নেসা(১৯০৫-১৯৭৬), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা(১৯০৬-১৯৭৭), রাজিয়া খাতুন চৌধুরী(১৯০৭-১৯৩৪), শামসুন নাহার মাহমুদ(১৯০৮-১৯৬৪), আছিয়া মজিদ বি.এ, সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯), জাহানারা ইমাম(১৯২৯-১৯৯৪) এঁদের প্রবন্ধ, চিঠি এবং স্মৃতিকথায় ১৯৪৭ সাল পূর্ববর্তী সময়ের নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতির ভাবনাকে ধরতে চাওয়া হয়েছে।

বাঙালি মুসলিম নারীরা ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনে কিভাবে সামিল হচ্ছেন সে প্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়। উক্ত আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের লেখা প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাকে ভিত্তি করে এই অধ্যায়। ভাষার দাবিতে এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে স্বল্প পরিসরে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। এই পর্বে সুফিয়া আহমদ(১৯৩২-২০২০), রওশান আরা বাচ্চু(১৯৩২-২০১৯), সুফিয়া কামাল, সনজিদা

খাতুন(১৯৩৩), বেগম হবিবর রহমান এর লেখা প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথার উপর ভিত্তি করে ভাষা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবস্থানকে আমরা দেখতে চেয়েছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯৪৭ এর দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গের মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থান, নারীর নিজস্ব কর্মকাণ্ডকে তাঁদের লেখায় ধরতে চাওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে নতুন দেশ গঠনের পর থেকে ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে শাসকের বিভিন্ন ফরমানের সাক্ষী থেকেছে পূর্ব বঙ্গের মানুষ। তারা এই ফরমানের বিপদ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনে। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত নতুন দেশের নাগরিকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি ধর্মের নামে শাসকের সমাজ সংস্কৃতির উপর আক্রমনকে। মেয়েদের অবস্থানও আরও বেশি সংকটের সম্মুখীন হয়। অর্জিত স্বাধীনতা এবং অধিকারও খর্ব হতে বসে ধর্মের নামে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গবাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সামরিক শাসন। এসবের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের সামনে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু হয়। সে আগে 'বাঙালি', তারপর তার অন্য পরিচয়। এই পরিচয়েই সে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হল। নারীও তার নিজস্ব মুক্তিকে আরও মজবুত করতে চাইল। সাথে দেশের দুর্দিনে দেশ রক্ষার লড়াইতে যোগ দিল। সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম(১৯৪৪), নবুয়াত ইসলাম পিনকি, কোহিনূর হোসেন, সনজিদা খাতুন লিখেছেন সেই সময়ের প্রচ্ছদ।

সপ্তম অধ্যায়ে বাঙালি মুসলমান নারীর রচনায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে তার বহুদিক ব্যপ্ত অবস্থানকে দেখতে চাওয়া হয়েছে। ত্রিশ লক্ষেরও বেশি প্রাণ ও দু লক্ষেরও বেশি 'বীরাঙ্গনা'র আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। গঠিত হয়েছে বাংলা দেশ। এই বিজয়ীভূমিতে যাঁরা অনেক কিছুর বিনিময়ে স্বাধীনতা দেখেছেন তাঁদের স্মৃতির আগুনে উসকে থাকা সময়কে ধরতে চাওয়া হয়েছে। কেউ হারিয়েছেন তাঁর স্বামী-সন্তান-বাবা-দাদা কিম্বা অন্যকোনও প্রিয়জনকে। তাঁরা তাঁদের অবস্থান থেকে সেই প্রিয়জনের বীরত্ব তাঁর আদর্শকে ব্যক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সেই অস্থির সময়ে জাতিকে উজ্জীবীত ও রক্ষা করার জন্য মেয়েরাও নানান দিকে অভূতপূর্ব ভুমিকা পালন করেছে। কেউ যোদ্ধা হয়ে কেউ সেবিকা হয়ে কেউ সংবাদ সংগ্রহ করে কেউ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। বাঙালি মা হয়ে উঠেছেন যোদ্ধা মা, শহীদ জননী। পর্দা-অবরোধে আটকে থাকা বাঙালি মেয়ে হয়ে উঠেছে 'বীরাঙ্গনা'। জাহানারা ইমাম, রাবেয়া খাতুন(১৯৩৫-

১৯২১), মালেকা বেগম, নীলিমা ইব্রাহীম(১৯২১-২০০২), পান্না কায়সার(১৯৪৭), সেলিনা হোসেন(১৯৪৭), বেগম মাসুমা চৌধুরী, সুলতানা রহমান, রোকেয়া বানু, শেখ সালমা নার্গিস, সারা আরা মাহমুদ, জেসমিন সাদিক, যেবা মাহমুদ, মারুফা হাসিন, শামসুন্নাহার আজিম, মিলি রহমান, শাহজাদী বেগম, ডাঃ জাহানারা রাব্বী, ঝর্ণা জাহাঙ্গীর, কাজী তামান্না, আরশেদা বেগম রীনা, সেলিনা খাতুন, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিনা আখতার জাহান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাসিনী(১৯৪৭) প্রমুখের রচনায় বাঙালি মুসলিম নারীর বহু বিস্তৃত দিকটি ধরা পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়— নারীর এই বহু বিস্তৃত কর্মকাণ্ড তাকে এক অন্য আকাশ দিয়েছে। সে জগৎকে দেখতে পেরেছে অন্য ভাবে। বহু ঘটনা প্রবাহে বিধ্বস্ত একটা জাতির সামনে লাইট হাউসের মত দিক নির্দেশকারী ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। মেয়েরা আজ শিক্ষায়- দীক্ষায় ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায় অনেক এগিয়ে। কিন্তু যে আলোর সন্ধান রোকেয়া এবং তাঁর পূর্ববর্তী নারীরা শুরু করেছিলেন এবং যে অনুসন্ধান রোকেয়ার পরবর্তী নারীরাও জারি রেখেছিলেন সে পথ এখনও অনেকটাই অপ্রাপ্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মানুষ হিসাবে নারীর মর্যাদা আজও অধরা। গত শতাব্দীর সেই মহীয়সী নারীদের সংগ্রামী চেতনা আরও বেশি প্রয়োজন আমাদের আজকের সময়ে। সেই চেতনাকে পাথেয় করে আজকের পথচলা সার্থক হবে। উপসংহারে এই শপথে ভর করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার বিষয় ‘বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)’। ফলে এই সময়ের মধ্যে লিখিত গদ্য রচনা এবং ওই সময়ে অবস্থানকারী বাঙালি মুসলিম নারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে স্মৃতিকথা গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মূলত তা ‘প্রাথমিক উপাদান’(প্রাইমারি সোর্স)। অনেক সময় এই প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করতে সেকেন্ডারি সোর্সের সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে ১৯০৫ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত প্রাথমিক উপাদানের সমস্ত উপাদানও ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। মূলত চিঠি, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, নক্সা জাতীয় গদ্য রচনা গবেষণার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার ব্যাপ্তির কারণে উপন্যাস গল্পকে এখানে ব্যবহার করা যায়নি। একমাত্র রোকেয়ার *পদ্মরাগ*(১৯২৪) উপন্যাসটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, রোকেয়ার জীবন-সংগ্রাম ও

সমাজ চিন্তার সমস্ত দিককে একীভূত করে এই উপন্যাস। এবং তার সাথে রোকেয়ার স্বদেশ চিন্তার বিষয়টি বুঝবার জন্য দু-একটি গল্পকে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও স্মৃতিকথার ক্ষেত্রেও সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, স্মৃতিচারণা। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের স্মৃতিতে ভরা আছে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য। একটি অধ্যায়ে তার খুবই নগণ্য অংশকে গ্রহণ করা গেছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে গবেষণার অভিমুখ দুই বাংলার পরিবর্তে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নারীর রচনা কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। দেশভাগের আগে যাঁদের ঠিকানা— কর্মক্ষেত্র, বাসস্থান কলকাতাতে কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে ছিল তাঁদের ঠিকানা হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ। ফলে তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ববঙ্গের নিরিখে। তাই বর্তমান গবেষণা ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ববঙ্গ অভিমুখী হয়েছে। তবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরও যে মুসলিম বাঙালি নারীরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এবং এখানকার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে, নারী কেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেছেন লেখালিখি করেছেন তাঁদের রচনা নিয়ে বৃহত্তর গবেষণার সম্ভাবনা খোলা থাকল। এছাড়াও অনেক বাঙালি মুসলিম নারীর রচনাকে গবেষকের ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করা যায়নি। তাঁদের মধ্যে লায়লা সামাদ(১৯২৮-১৯৮৯), মেহেরুন্নেসা(১৯৪২-১৯৭১), সেলিনা পারভিন(১৯৩১-১৯৭১) অন্যতম। এঁরা নিজেরা ছিলেন লেখক। ছিলেন পূর্ববঙ্গের তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী। ভবিষ্যতে এঁদের লেখা সংগ্রহ ও গবেষণার ইচ্ছা রইল। বাঙালি মুসলমান নারীর সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জগতে সামগ্রিক অংশগ্রহণ সম্বন্ধে এক বৃহৎ গবেষণা ক্ষেত্র অধরা আছে। সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আশা রইল।

Annexure-I

Jadavpur University

E-Thesis Metadata Form

•	Title	অবিভক্তবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫ - ১৯৭১)
•	Alternative Title, if any	N. A
•	Name of Research Scholar	SARMISTHA BARMAN
•	Index Number (if any)	180/15/Arts
•	Date of Registration	28. 07. 2015
•	Name of Guide/Supervisor(s)	1. Dr. PAYEL BASU. 2. 3.
•	Name of Degree	Ph. D.
•	Name of Faculty	Arts
•	Department/Centre	Bengali
•	Name of affiliated Institution for which JU is granting the degree	N. A.
•	Date of Submission	22. 07. 2022
•	Subject Keywords	1. Bengali Muslim Women's Writings. 2. About - Social, Political and thought. 3. Emancipation of women. 4. 5. The time belongs to 1905 - 1971, 'Bangavanga - Banglades[h] Freedom movement
•	Coverage (for time periods or spatial regions only)	1905 - 1971, Bangavanga to Bangladesh - Freedom Movement.
•	Language of the thesis	Bengali
•	File Format of thesis and accompanying material, if any (PDF, MPEG, etc.)	PDF

Annexure-II

Jadavpur University

Consent Form for Digital Archiving

Name of the Author (Research Scholar)	SARMISTHA BARMAN
Registration Number	A00BE1200315
Index Number (if any)	180/15/Arts
Degree	Ph.D
Faculty	Arts
Department/Centre	Bengali
School	N.A.
Name of affiliated Institution for which JU is granting the degree	N.A
Guide/Supervisor(s)	Dr. PAYEL BASU
Thesis/Dissertation Title	অবিভক্ত বঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মহিলার নাট্যচর্চায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অনুসন্ধান (১৯০৫-১৯৭১)
Date of Submission	22.07.2022

- I am the sole owner of copyright on this thesis. The Jadavpur University library is hereby granted, non-exclusive, royalty-free and non-transferable rights to make available, in full or in part without any modifications, this thesis in electronic/printed form for public use at no charge. Any use of material from this thesis/ dissertation must be accompanied with appropriate citation.

- I wish to allow open access to my thesis/dissertation. ✓

Signature of the Scholar শর্মিষ্ঠা

Place : Jadavpur

Date : 25.07.2022